পৃষ্ঠা... নং ১
দৈনিক বাংলা
0 011
তারিখ ১৪/১১/৮৪
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

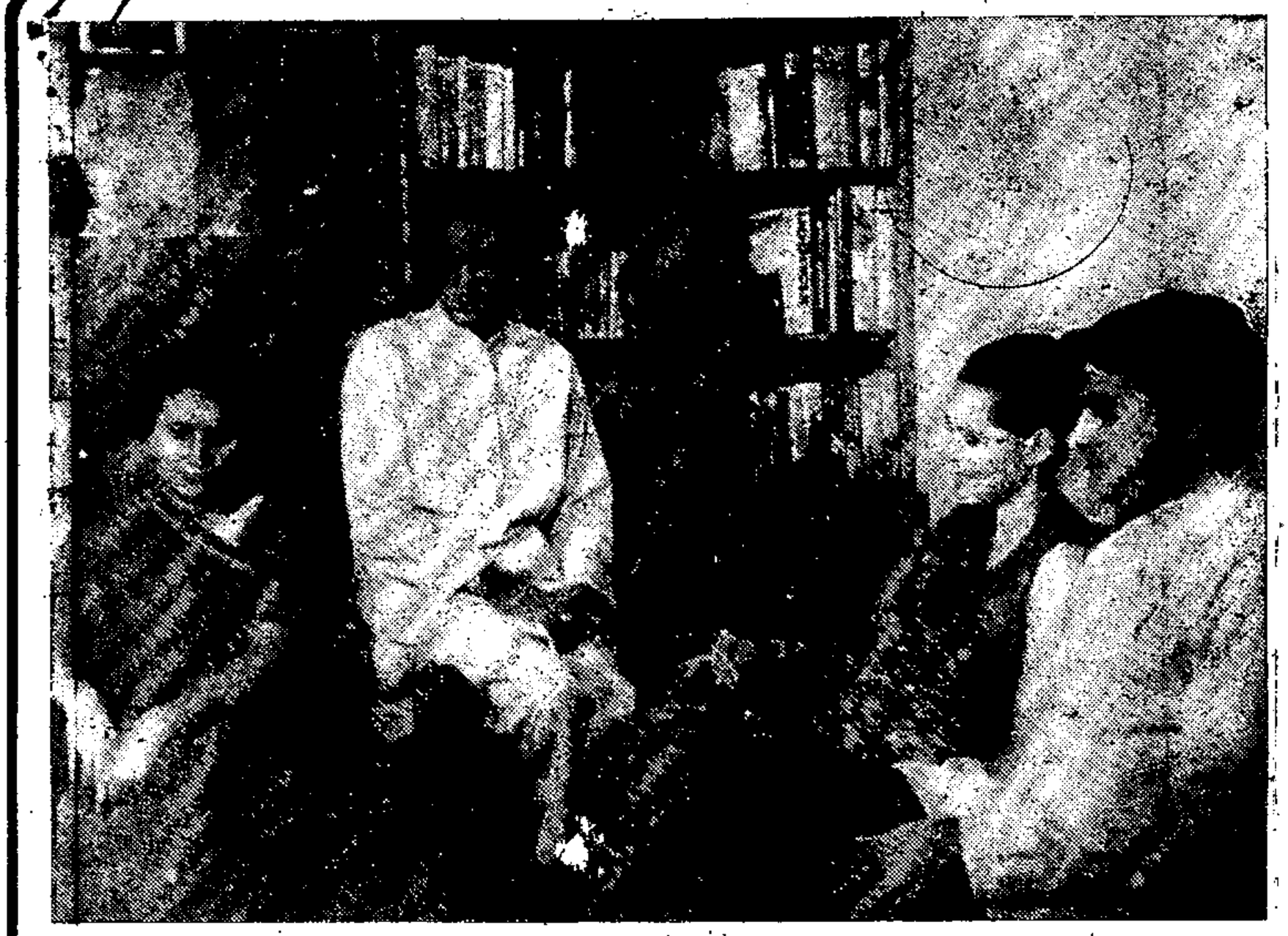

বড় ছেলে রাজীব, পুত্রবধূ সোনিয়া এবং ছোট ছেলে সঞ্জয়ের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

দুই দশক ধরে বিশ্বের জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারতকে প্রায় দুই দশক ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং উপনিবেশ-উত্তর যুগের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন এবং তারপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু মধ্যখানে তিনটি বছর ১৯৭৭ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত তার অবস্থান ছিল বিরোধী শিবিরে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পিতা জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারই তিনি শুধু লাভ করেননি, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতা পিতামহ মতিলাল নেহরুর উত্তরাধিকারও ছিলেন তিনি।

তবে খ্যাতিমান এসব ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকার বলে নয় বরং আপন রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও উদ্যমের বলেই ইন্দিরা দল ও সরকারের উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আসামে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পাঞ্জাবে চরমপন্থী উৎখাতে স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযান—এই দুটো বড় সিদ্ধান্ত ব্যাপক রক্তপাত ও গোলযোগ ডেকে আনে এবং ইন্দিরা বড় রকমের রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন।

রাজনীতিতে তার পদচারণা শুরু হয়েছিল অনেকটা নিঃশব্দে। কিন্তু সেদিনের নিজেকে আড়ালে রাখার লাজনম্র স্বভাবের ইন্দিরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক গগনে বিকশিত হলেন, আবির্ভূত হলেন এক কঠোর ও ঝানু কূটকৌশলী হিসেবে।

দলের নেতৃত্ব যখন বিপন্ন তখন শীর্ষ পদটি আপন অধিকারে রাখার জন্য তিনি দুবার পিতার কংগ্রেস পার্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করেন এবং শক্তিমান অনেক রাজনৈতিক নেতাকে দল থেকে সরিয়ে দেন।

১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তাঁর এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক প্রত্যাগমন ঘটে। এর আগে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কঠোর জরুরী অবস্থা জারি করার কারণে জনসমর্থহীন ইন্দিরা ভোটে হেরে গিয়ে ৩৩ মাস ক্ষমতার বাইরে থাকেন।

সরকার বিরোধী শিবিরে অবস্থানের সময় ইন্দিরাকে নাজেহাল হতে হয়েছিল। তাঁকে আদালতে হাজির হতে হয়। দুবার জেলেও যান। দলের লোকেরা ছেড়ে যান তাঁকে। লোকসভা থেকে তাঁকে বহিষ্কারও করা হয়। কিন্তু তারপরও তিনি সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় দেন। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ফিরে আসেন লোকসভায়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল খ্যাতির সূত্রে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সভানেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মুহূর্তে তার এই নেতৃত্ব বিশ্বের বহু দেশেই সাদরে সমাদৃত হয়। এসব দেশের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মধ্যপন্থী যিনি ভারতকে এবং সম্ভবত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে দুই পরাশক্তির প্রভাবের বাইরে এক মধ্যবর্তী পথে চালিত করার চেষ্টা করছিলেন।

১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনে বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটে।

১৯৮০ সালের জুন মাসে তাঁর ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। এর দু বছর পার হতে না হতে সঞ্জয়ের স্ত্রী মানেকা এক তিক্ত পরিস্থিতির মধ্যে প্রধান-